দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 MAY 1998 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪ ...

বুয়েট পরিস্থিতি

চাকরিতে পুনর্বহালের আবেদন জানিয়েছেন ১৩ শিক্ষক

বুয়েট রিপোর্টার ॥ বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত ১৩ শিক্ষক তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহালের অনুরোধ জানিয়েছেন। শুক্রবার একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁরা জানান, এ ব্যাপারে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁরা অনুরোধ করেছেন বুয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে। উল্লেখ্য, বুয়েটের এই ১৩ শিক্ষকের বিষয়কে কেন্দ্র করে সেখানে চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের পুনর্বহালের বিষয়ে

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

চাকরিতে পুনর্বহালের

(প্রথম পাতার পর)

সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বের ৭০ সিনিয়র শিক্ষক গত সোমবার পদত্যাগ করেন। শুক্রবার পর্যন্ত সেখানকার পরিস্থিতি অপরিবর্তিত ছিল।

শুক্রবার সংবাদপত্র অফিসে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ শিক্ষক তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তাঁদের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদেই তাঁরা পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য ছিল না। ১৮ মার্চ সিন্ডিকেটের লেখা চিঠিতে আলাদাভাবে উত্তর দেবার কথাও উল্লেখ করা ছিল না। আমরা একসাথে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলাম। তাই পদত্যাগপত্রও প্রত্যাহার করেছি একসাথে। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, আমরা প্রমাণ পেয়েছি সিন্ডিকেট আলাদাভাবে উত্তর দেবার সিদ্ধান্ত নিলেও রেজিস্টার চিঠি ইস্যু করার সময় 'পৃথক' কথাটি কেটে দেন। তাঁরা বলেন, পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের সময় আমরা আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ব্যাখ্যা করেছিলাম। তারপরও আমরা ক্লাসসহ নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে উপাচার্যকে চিঠি লিখলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। কেন তাঁদের চিঠিগুলো রেজিস্টার গ্রহণ করেননি তা তাঁরা জানেন না।

১৩ শিক্ষক বলেছেন, তাঁরা শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়েছেন। শিক্ষক সমিতি সকল শিক্ষকের মঙ্গলের জন্য। কোন একজন শিক্ষক সদস্যকেও ছুঁড়ে ফেলার জন্য নয়। ১৩ শিক্ষক দাবি করে বলেন, আমরা সবসময় আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে চেয়েছি। কিন্তু শিক্ষক সমিতি আমাদের আলোচনার উদ্যোগে সাড়া দেয়নি। গত ১০ মার্চ শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ও ২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যস্থতায় যে সমঝোতা হয়েছিল তাও শিক্ষকদের চাপের কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৩ শিক্ষক বলেন, আলাদাভাবে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য কয়েকজনের কাছ থেকে তাঁরা পরামর্শ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ বলেননি উপাচার্য তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন। এমনকি উপাচার্যের সাথে দেখা করলে তিনিও এমন কিছু বলেননি বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এম, এ মালেকের সাথে দেখা করলে তিনি সিন্ডিকেটের কাছে ছোট করে চিঠি লেখার পরামর্শ দেন। তাঁরা এমন ছোট চিঠি লিখলেও রেজিস্টার তা গ্রহণ করেননি। তাঁরা আশা প্রকাশ করে বলেছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার মাধ্যমে সমাধা হবে। তাঁদেরকে পুনর্বহালের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে তারা বলেন, কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে। এ দিকে বুয়েট পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে শুক্রবার বিবৃতি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ শিক্ষক এবং ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা দ্রুত সেখানকার সঙ্কট নিরসনের দাবি জানিয়েছেন।